অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পাতালঘর

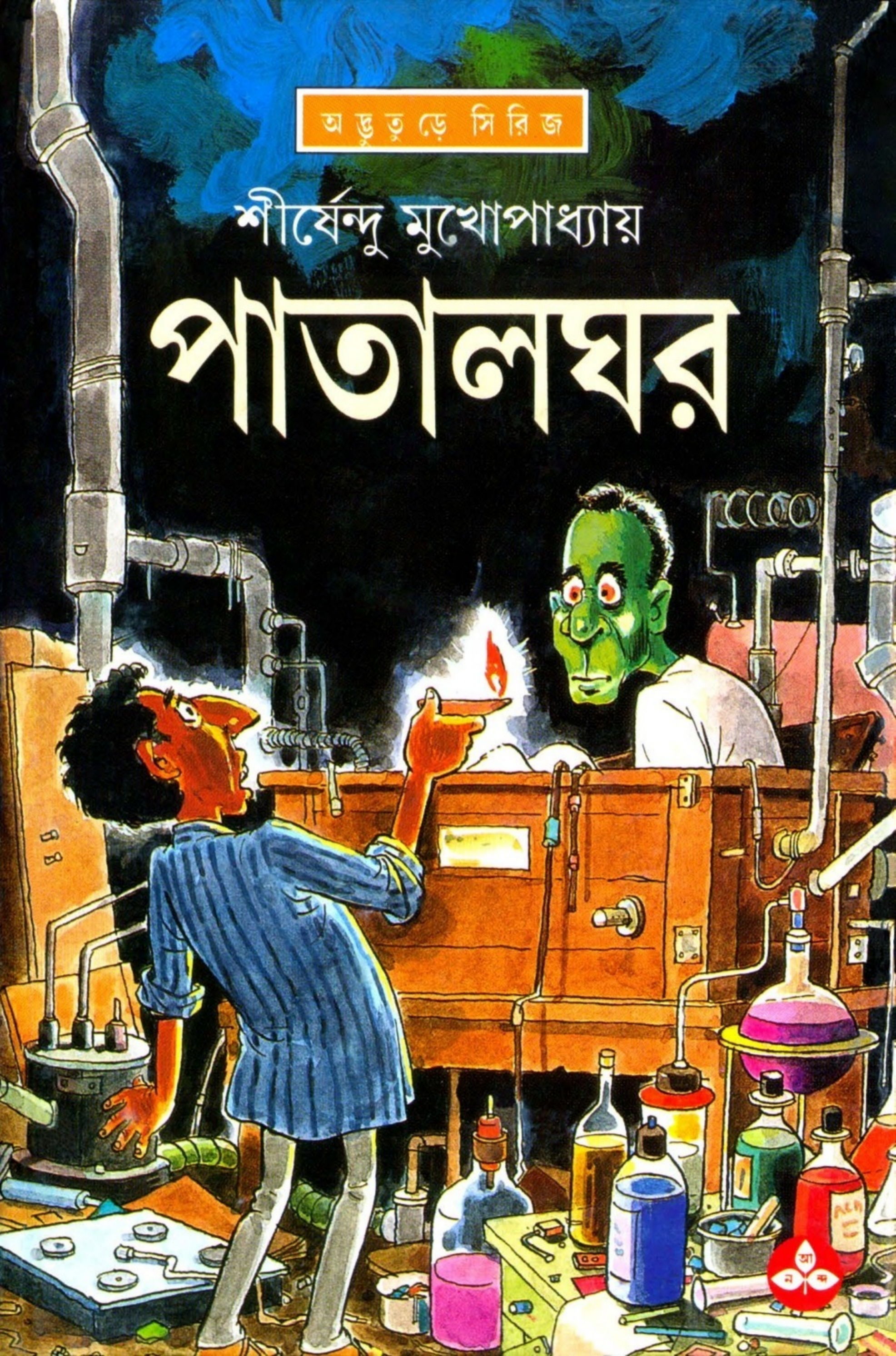

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

পাতালঘর

চিত্রনাট্য ও ছবি সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতালঘর

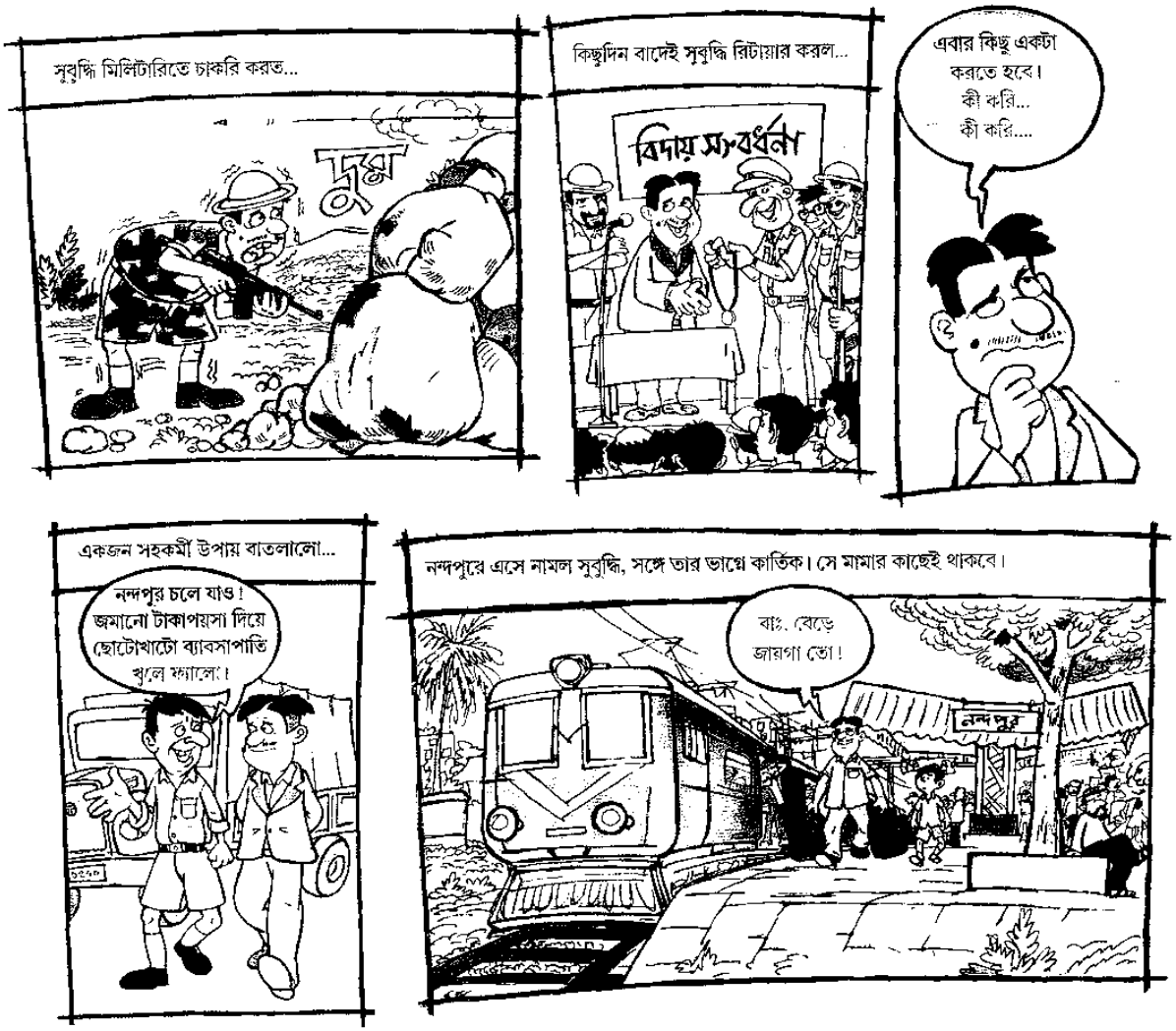
সুবুদ্ধি মিলিটারিতে চাকরি করত...
দুম
কিছুদিন বাদেই সুবুদ্ধি রিটায়ার করল...
বিদায় সংবর্ধনা
এবার কিছু একটা করতে হবে। কী করি... কী করি....
একজন সহকর্মী উপায় বাতলালো...
নন্দপুর চলে যাও! জমানো টাকাপয়সা দিয়ে ছোটোখাটো ব্যাবসাপাতি খুলে ফ্যালো।
নন্দপুরে এসে নামল সুবুদ্ধি, সঙ্গে তার ভাগ্নে কার্তিক। সে মামার কাছেই থাকবে।
বাঃ, বেড়ে জায়গা তো!
নন্দপুর

প্রথমে একটা হোটেলে উঠব! তারপর একটা ভাড়া বাড়ি খুঁজতে হবে।
চড়ে তো বসলেন! কোথায় যাবেন বাবু?
ভালো একটা হোটেলে নিয়ে চলো। ক-দিন থাকতে হবে।
হোটেল খুঁজছেন? থাকবেন বলে?? নন্দপুরে? খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক হ্যা হ্যা হ্যা
হ্যা হ্যা
হোটেলে থাকব শুনে অসভ্যের মতো হাসছ কেন??
নন্দপুরে এর চেয়ে ভালো হোটেল পাবেন না! থাকবেন নাকি??
!
হিন্দু হোটেল
মাছ ভাত দশ টাকা
পোটলাপুঁটলি নিয়ে হাজির হলেই হল! যত্তসব!
এই মরেচে! তাহলে তো ভাড়াবাড়ির সন্ধান করতে হবে!
ঠিকুজিকুষ্ঠি না দেখে কাউকে বাড়ি ভাড়া দিই না! বেরোও!!
দড়াম!

আবার কড়া নাড়ছ?? এবার মারবে!
দাঁড়া-না, তার একবার দেখি
আবার তোমরা!!
একটা বাড়ি কিনব, তারপরেই চলে যাব! দিন-না থাকতে ক-টা দিন
বাড়ি কিনবেন? আগে বলবেন তো!! হেঁ হেঁ
খানপাঁচেক বাড়ি রয়েছে!!
!
ওযে মালপত্তর নিয়ে ঢুকে গেল!!
কী হল? আসুন!! আপনার ব্যাগ বইছি আর আপনি লাটের মতো দাঁড়িয়ে আছেন??
ওরে বাবা, এত খাওয়া যায় নাকি?
ভালো করে খেয়ে নিন! বিকেলে বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাব!

মামা, একটা কথা বলব?
কী বল-না!
হ্যাঁ গো, এটা আবার ভূতের বাড়িটাড়ি নয় তো??
অ্যাঁ?? কী বললে?! কী বললে??

আপনার ভাগ্নেটা তো অত্যন্ত ডেঁপো! এটা ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছে??
ভূত থাকলে এত সস্তায় বাড়িটা বেচতে হত না! বুঝলেন??
এটা তাহলে ভূত গবেষক ভূতনাথ নন্দীকেই বিক্রি করতাম!! বুঝলেন?
মনে রাখবেন, মোটে এক লাখ টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন! এত ভালো বাড়ি আমার!!
একটু পুরোনো হলেও খারাপ না, কী বল্??
বাপরে! কী ধুলো! ওফ্!!
হ্যাঁচ্চো!??
ফোঁস

লোকটা কীরকম ট্যারা হয়ে গেছে, মামা!!
কী কেলেঙ্কারি!! হাঁচির শব্দে মাথায় চাঙড় খসে পড়ল!!
নিশ্চয় ঢোকার সময় ওদিকে তাকিয়েছিলাম!
কোন দিকে??
কী বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না!!
অত বুঝে আর কাজ নেই। মোদ্দাকথা, সস্তায় বাড়ি পাচ্ছেন। একটু সারিয়ে-সুরিয়ে নেবেন। ব্যস্!
সুবুদ্ধি সাতপাঁচ ভেবে বাড়িটা কিনেই ফেলল।
এবার একটা ভালো রাজমিস্ত্রির খোঁজ করতে হবে, বুঝলি!
রাজমিস্ত্রির খোঁজ পাওয়া গেল...
তা আপনার কি মাথার ব্যামোটামো আছে নাকি??
ওই বাড়ি কেউ পয়সা দিয়ে কেনে?? আপনার অনেক টাকা, না??
কেন বলুন তো?? কী হয়েছে?!
ক-টা দিন থাকুন-না, তাহলেই বুঝবেন!

!?!
তবে, ওই কথাই রইল। বাড়ি সারিয়ে দেব। তবে, মোটা খরচ পড়বে, এই বলে দিলুম।
বুত্তেরি, বাড়িটা কিনে দেখছি জীবনটাই বরকমারি হয়ে গেল!!
রাজমিস্ত্রির কথা শুনে তোমার কি মন খারাপ হয়ে গেল, মামা?
নাহ্, চাড্ডি খরচ হবে শুনে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে!!
পরদিন সকালে রাজমিস্ত্রি তার দলবল নিয়ে হাজির...
যে-বাড়িতে কাজে যাচ্ছো সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাবে না। খবরদার! খুব বিপদ!
বাড়িটা একটু পুরোনো এই যা। কিন্তু... মানে...

বাড়ি পুরোনো নয়, এ বাড়ি একেবারে ঝুরঝুরে নিমকির মতো!!
খানিক বাদে...
মেঝেটা কেমন কাটা দেখুন! এটা সারাতে হবে।
পাঁচু, মেঝেটা চটিয়ে ফ্যাল্। মেঝেটা নতুন করে করতে হবে। গাঁইতি নিয়ে আয়!
আরে, এসব আমার বাঁ হাতের খেল! এক্ষুনি হয়ে যাবে!!
ALO BYO
ওঁক!!
দুমদাম ঘড়াং

বাবারে গেলুম রে!! কী যন্ত্রণা!! বাবারে!! শিরদাঁড়াটা মচকে গেছে মনে হচ্ছে...?
শুরুতেই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড! শুনুন মশাই, কাজটাজ আর হবে না। বন্ধ! বুঝলেন??
তাহলে আমার বাড়ি সারাবার কী হবে??
তা আমি কী জানি? পাঁচুই ছিল আমার বলভরসা! আপনার অলুক্ষুণে বাড়িতে এসে আমার মহা ক্ষতি হয়ে গেল!
ধ্যাৎতেরি! বাড়ি কিনে কী ঝামেলারে বাবা!
কিন্তু মামা, ওই ফাঁপা মেঝের নীচে গুপ্তধন-টন থাকতে পারে!!
পাশের বাড়ির বারান্দায়...
হেঁ হে! পাশের বাড়ি নতুন লোক এসেছে মনে হচ্ছে!! শব্দ পাচ্ছি!!

নরহরি বাবু চোখ রাঙিয়ে পচা বাড়িটা বিক্রি করে দিল!!
শোনো মামা, একটা চৌকি কিনে থাকতে আরম্ভ করি।
পুরোনো তো কী হয়েছে? এসব বাড়িতে আবার গুপ্তধন-টন পাওয়া যায়!!
গুপ্তধনের নিকুচি করেছে! চল্, বাজারে চল্ দেখি!
সুবুদ্ধি আর তার ভাগ্নে বাজার থেকে চৌকি কিনে ফেলল...
সামনের মোড়ে ডানদিকের দ্বিতীয় বাড়ি...
ওরে বাবা সেতো ওই বাড়ির, থামো...
এখানে চৌকি রেখে গেলে একটি পয়সাও দেব না তোমাকে!
ধুমাম ধাঁই
পয়সার নিকুচি করেছে!!

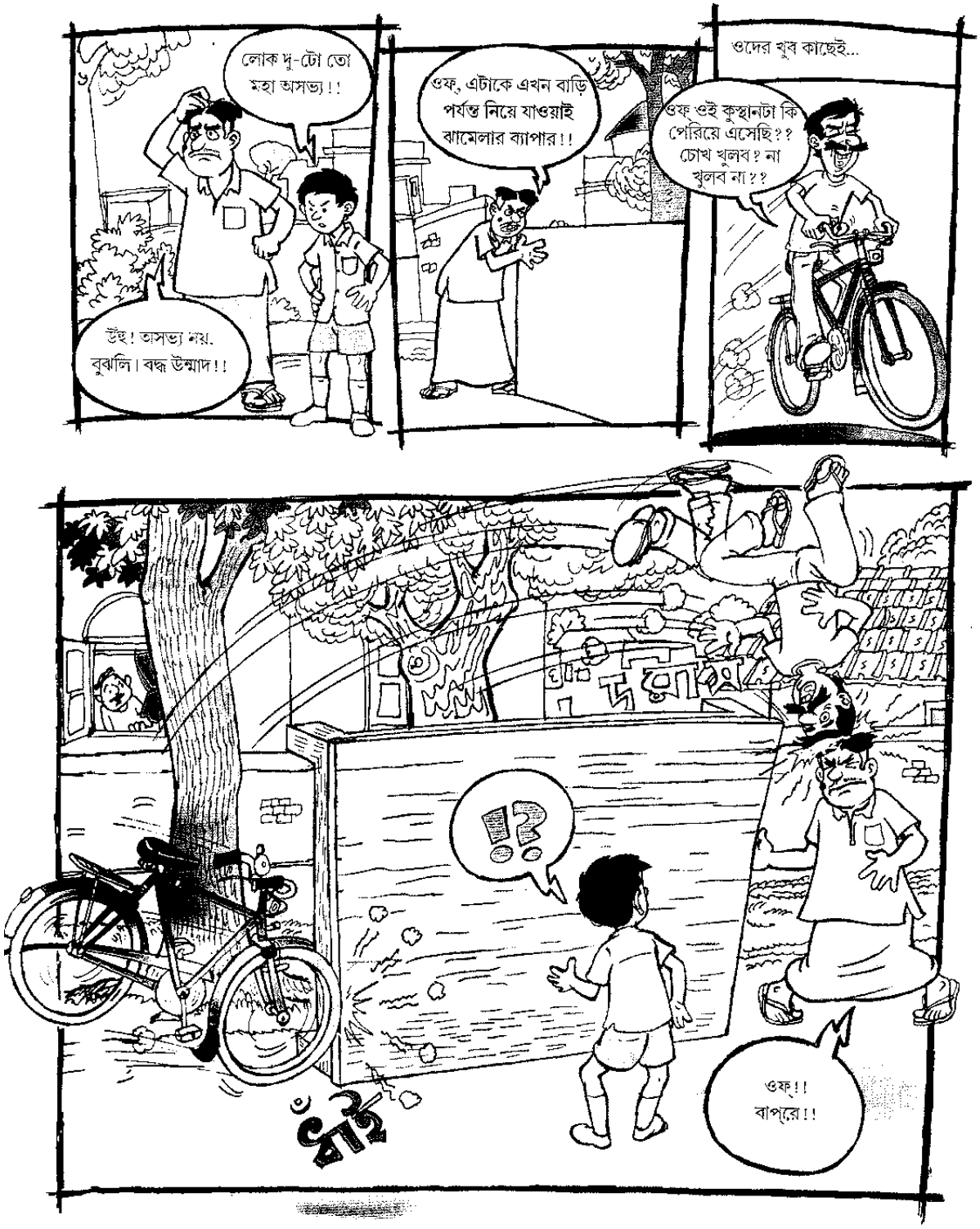
লোক দু-টো তো মহা অসভ্য!!
উঁহু! অসভ্য নয়. বুঝলি। বদ্ধ উন্মাদ!!
ওফ্, এটাকে এখন বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াই ঝামেলার ব্যাপার!!
ওদের খুব কাছেই...
ওফ্ ওই কুস্থানটা কি পেরিয়ে এসেছি?? চোখ খুলব? না খুলব না??
!?
ওফ্!! বাপ্‌রে!!

তখন থেকে এসব কী হচ্ছেটা কী আমার সঙ্গে??
তখন থেকে মানে?? আমি তো এইমাত্র পড়লাম!!
আর আপনি রাস্তার মাঝখানে চৌকি পেতে কী করছেন??
আপনি চোখ বুজিয়ে সাইকেল চালাচ্ছেন কেন??
বেশ করেছি!!
চোখ খুলে সাইকেল চালাব? কেন আমার কি প্রাণের ভয় নেই?
বাপরে, এতো দেখছি আরেকটা পাগল! নন্দপুরে দেখছি প্রচুর পাগল।
সরে যা! এটাকে উল্টেপাল্টে ঠিক ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাবো।
পরের দিন সকালবেলা...
যাক মোটামুটি একটু গোছানো হয়েছে। এবারে...
মামা, শিগগির এদিকে এসো! দেখে যাও!!...

রাস্তার বাঁদিকে যাচ্ছি। সাবধানে কিন্তু। হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকে আসবেন না!
না, না, এ মোটে ভালো কথা নয়। নিশ্চয় চোখের কোনো ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে নন্দপুরে।
বাজারটা সেরে এসো! বাজারের লোকের কাছ থেকে জানা যেতে পারে!!
এই যে, নতুন এসেছেন তো! হেঁ হেঁ!! নন্দপুরের নয়...

নতুন ভাড়াটে ঠিকই! কিন্তু নন্দপুরের লোক নই বুঝলেন কী করে?
ও দেখলেই জানা যায়! ওর জন্যে চোখকান খোলা রাখা চাই!!
আচ্ছা, এখানে সবাই চোখ বন্ধ করে হাঁটে কেন??
চোখ বুজে হাঁটবে না?? আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি যে??
কথাটার মানে বুঝলি??
কিছুমাত্র না!!
মনে হচ্ছে এও বদ্ধ পাগল!!
বলি দু-জন মিলে কী গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছেন??
বলছি, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তো কী হয়েছে বুঝলাম না কিন্তু!!
বুঝবেন, বুঝবেন!! নিজেরাই বুঝতে পারবেন! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ...

কিছুক্ষণ পর থেকেই নানা ঘটনা ঘটতে লাগল! প্রথমেই সবজি বাজারে সুবুদ্ধির পকেটমার হয়ে গেল...
বাড়িতে ভাগ্নে কার্তিক ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বোলতার চাকে ঘা দিয়ে একটা বিপত্তি বাধালো....
বাবারে, জ্বলে গেল!
বাজার থেকে ফেরার পথে ষাঁড়ে তাড়া করল সুবুদ্ধিকে...
তারপর দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে চিতপটাং...
ওফ্

ওফ্, ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে... বাপরে... হাঁটুটা গেছে! তুই এখানে বসে আছিস?
বসে আছি কি সাধে! ঝুল পরিষ্কার করতে গিয়ে বোলতার কামড় খেয়েছি! কী জ্বালা!!
হি হি হি হি খ্যাঁক খ্যাঁক হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ
নতুন প্রতিবেশি হেনস্থা হয়েছে শুনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছেন?!!? চমৎকার!!
এখনও ব্যাপারটা বুঝলে না দেখে হাসছি!! আমাকে এই পরগনায় সবাই একডাকে চেনে!! আমার নাম কী জানো? জানো না তো...
শ্রী অপয়া গোবিন্দ বিশ্বাস! সক্কালবেলা আমার মুখ দেখলে আর রক্ষে নেই!! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!!
!?
ওই যে দেখছ, ছেলে বুড়ো সবাই চোখ বুজে হাঁটছে— সবই আমার জন্যে!! বুঝলে??
এই যে বাজারে গিয়ে তোমার এই হেনস্থা কিংবা তোমার ভাগ্নেকে বোলতা কামড়ানো— সবই আমার কৃতিত্ব!!

আর এখন??
এখন লোকে সমীহ করে। মান্নিগন্নি করে! আমাকে ভাড়া করে নিয়ে যায় মোটা টাকা খরচ করে!!
যার সঙ্গে শত্রুতা আছে তার কাজ পণ্ড করার জন্যে!! আমিও মুখটা দেখিয়ে আসি!!
ভালো মিষ্টিটা মাছটা লোকে বাড়ি এসে দিয়ে যায়!!
যারা মিষ্টি-মাছ দিতে আসে তারাওতো আপনার মুখ দেখে ফেলে!! তখন তাদেরও তো বিপদ!!
মোটেই না। কারণ, তারা সবাই আসে বেলা বারোটার পর! আমার ক্ষমতা কেরামতি— সব ওই বারোটা পর্যন্ত!!
কিন্তু তার আগে আমার মুখ দেখেছো কী ভায়া— খুব বিপদ!!
খানিক বাদে বাড়িতে ঢুকে...
বাপরে কী সাংঘাতিক লোক! নাহ, সকালের দিকটা সাবধানে থাকতে হবে! মুখোমুখি দেখা না হয়!!
পরে, ... নন্দপুরে রাত্রি নেমেছে...

নন্দপুরের বিখ্যাত তার্কিক হল দ্বিজপদ...
দ্বিজপদর এখন প্রচণ্ড মেজাজ গরম....
দূর দূর অপদার্থ! একটা তর্ক করার মতো লোক নেই। এইজন্যে আমার শরীর খারাপ হচ্ছে!!
ইউরেকা!! ভূত গবেষক ভূতনাথ নন্দী।
ভূত গবেষক ভূতনাথ নন্দী নরেন বক্সির বাড়ি কিনে নন্দপুরেই রয়েছেন। ভূত নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।
দ্বিজপদ ভাবল ভূত গবেষক ভূতনাথের সঙ্গেই একচোট তর্ক করা যেতে পারে!! দ্বিজপদ ভূতনাথের বাড়ির দরজার কাছে এল...
বাব্বা, এতো দেখছি আলকাতরার মতো অন্ধকার!!
ভূতনাথবাবু আছেন নাকি??
কেউ কোথাও নেই! আশ্চর্য!!
অঘোর সেনের বাড়িটা কোথায়? জানেন??

অঘোর সেন?? এই নামে কেউ-তো নন্দপুরে থাকে না!
থাকেন নয়, থাকতেন! অঘোর সেন অনেকদিন আগেই মারা গেছেন!
আমি তার বাড়িটা খুঁজছি! আর আমি জানি অঘোর সেনের বাড়ি নন্দপুরেই!!
দ্বিজপদ তর্কের গন্ধ পেয়েছে।
ভুল জানো! আর এটা ভূতনাথবাবুর বাড়ি...
ওক্....
দ্বিজপদর কপালে জুটল একটি মোক্ষম লাথি...
দুমাম

যাঃ বাড়ি যা! একদম বিরক্ত করবি না...
এই যে যাচ্ছি!!
দ্বিজপদ দৌড়ে বটকেষ্টর মনোহারি দোকানে পৌঁছে গেল...
বটকেষ্ট স্টোর্স
বাবারে বাবা... বাঁচাও... গেলুম গো!!
কি হলো কী? ভরসন্ধে বেলা দৌড়োচ্ছ কেন?
সাধে কি দৌড়োচ্ছি! কোনোমতে প্রাণে বেঁচেছি... ওফ্!
এখনও গলাটা ব্যাথা করছে! কি জোরে ধরেছিলো, বাপরে...
কিসে ধরেছিলো? অজগর সাপ!? যাঃ পেঁচিয়ে ধরেও ছেড়ে দিলো?! যাঃ সর্পকুলের কুলাঙ্গার!
বাজে বোকো নাতো! সাপ নয়, খুনে ডাকাত!! বুঝলে!!
ইস্, কি অপদার্থ! মুখে চুনকালি দেওয়া উচিত! ছে ছে...
অপদার্থ!! কে অপদার্থ?
ডাকাতটার কথা বলছি আর কি!!
তোমাকে বাগে পেয়েও হাতছাড়া করে ফেলল!!

দ্বিজপদর কাছে সব শুনে বটকেষ্ট তাকে সমাজ মিত্তিরের কাছে নিয়ে এলো। মিত্তিরজ্যাঠা এ তল্লাটের পুরোনো লোক।
এসো এসো দুই মূর্তিমান!!
গোঁফ ডুবিয়ে দুধ খেলে পুষ্টিগুণ বাড়ে! বুঝলে হে!!
অন্য সময় হলে দ্বিজপদ এই নিয়ে তর্ক জুড়ে দিত। প্রমাণ করে দিত গোঁফ ডুবিয়ে দুধ খাওয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর! কিন্তু এখন ধোলাই খেয়ে তার মাথা কাজ করছে না।
আপনি দুধ খাচ্ছেন আর ওদিকে এলাকায় ডাকাত পড়েছে!
!
তাই নাকি?? নন্দপুরের নিস্তরঙ্গ জীবনে তাহলে ঢেউ উঠল। কী বল!!
ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে আর আপনি কাব্যি করছেন, অ্যাঁ??
মিত্তিরজ্যাঠাকে সব খুলে বলল দ্বিজপদ...
গবেট, গোমুখ্যু! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আবার তর্ক কর!!
কেন??
সেদিনের ছোকরা! কিস্যু জানো না!! অঘোর সেনের বাড়ি নন্দপুরেই ছিল!!
কী করে জানবে ও? ওটা তো নরেন বক্সির বাড়ি ছিল! এখন কিনেছে ভূতনাথ!!
আচ্ছা, এত ধস্তাধস্তি হল অথচ ভূতনাথ কিংবা ওর চাকরের কোনো সাড়াশব্দ পেলে না??
না তো! সেটাই তো চিন্তার কথা!

ভূতনাথের কোনো বিপদ-আপদ হল না তো?? মরেচে!!
দাঁড়াও তো! টর্চ আর লাঠিটা নিয়ে দেখি!!
বলছিলাম কি, লোকটার সঙ্গে আমরা তিনজন কি পেরে উঠব!!? মানে... বিপদ...
তোমার কি ধারণা দ্বিজপদকে মারধোর করবার পর লোকটা ওখানে থাপন জুড়ে বসে আছে???
অতখানিটা দুধ খেয়ে এক্ষুনি মারামারি করতে পারবেন জ্যাঠা!!
আমি কেন মারামারি করতে যাব?
মারামারি করবে তোমরা! আমি শুধু লাঠিটা এগিয়ে দেব!
!
তিনজনে ভূতনাথ নন্দীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়...

হাতা গুটিয়ে নাও!! ভেতরে যাব।
জ্যাঠামশাই, কাজটা কি ভাল হচ্ছে!! বাড়ির মধ্যে মানে... লোকটা যদি... ঘাপটি মেরে...
তোমাদের জেনরেশনটা ভীতু বলেই আমাদের দেশটার এই অবস্থা!!
ওরে বাবা! খুন হয়ে গেল নাকি ভূতনাথ!!

যাচ্ছেন কোথায়? ডেডবডি ছোঁবেন না! পুলিশ
একদম চুপ্
এই তো ধুকধুক শোনা যাচ্ছে! বেঁচে আছে!
খানিক বাদে, চোখেমুখে জল দিতেই...
ওরে বাবা! আমি কোথায়!! ...জল খাবো!
ভূতনাথের চাকর হারুয়াকে পাওয়া গেল! সে বাগানে মুখ থুবড়ে পড়েছিল!
ভূতনাথই তারপর বৃত্তান্ত জানালেন! জানা গেল, তিনি আর তাঁর চাকর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে দেখলেন সদর দরজা হাট করে খোলা...
ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে দু'খানা বড় বড় গর্ত খোঁড়া হয়েছে! কেন তা বুঝতে পারলাম না!
নিশ্চয় কোনো ছিঁচকে চোরের কাজ!
সন্ধেবেলা দেখি সামনের বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে। বেশ বড়সড় চেহারা। আলোটা জ্বালালাম।
!

একী! বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছ! কে হে তুমি??
!
আগে বল্ তুই কে? অঘোর সেনের বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছিস!!
অঘোর সেনের বাড়ি!! তাই!! কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে??
এটাই অঘোর সেনের বাড়ি! বুঝলি!?
এতো আচ্ছা আপদ! এক্ষুনি বেরোও বাড়ি থেকে!!
অনেক দূর থেকে আসছি! ইয়ার্কি ভাল্লাগছে না!
দুমাস
'সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মুগুরের মতো কী একটা দিয়ে মাথায় মারল, ব্যস, তারপর সব অন্ধকার...।'
দুমাস
জানা গেল, হারুয়াকেও সে পেছন থেকে মেরে ঘায়েল করেছে!!
অঘোর সেনের খোঁজ যখন আরম্ভ হয়েছে ব্যাপারটা সহজে শেষ হবে না!!
অঘোর সেনের ব্যাপারে আপনি কী জানেন?
সে বৃত্তান্ত পরে শুনবে! এখন বাড়িটা পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে!!

গভীর রাত। সুবুদ্ধি আর তার ভাগ্নে ঘুমোচ্ছে।
ঘরর্‌র্‌র্‌ ফোঁস্‌স্‌ ফোঁস্‌স্‌স্‌
অঘোরবাবু... আপনি কোথায়...
ঘরর্‌র্‌র্‌
কে যেন ডাকলো মনে হচ্ছে...
কার্তিক, এই কার্তিক! ওঠ্‌ না! কার্তিক...
কে যেন কাকে ডাকছে! স্পষ্ট শুনেছি...
কেউ না! তোমার নাক ডাকছে...!
খানিক বাদে...
ফরর্‌র্‌র্‌
অঘোরবাবু... ও অঘোরবাবু...

আরে, সত্যিই তো! কে যেন কাকে ডাকছে!
কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে মামাকে ঘুম থেকে তুলে জানাল সেও শুনেছে!
মনে হচ্ছে কেউ বিপদে পড়েছে! দেখতে হচ্ছে।
মামা, দাঁড়াও! যেও না!!
কী হল? বল্!
হ্যাঁ গো, এটা ভূতের বাড়ি নয় তো!??
ধ্যাৎতেরি! ভূত! ভূত থাকলে এ বাড়ির অনেক দাম হত শুনলি না! নরহরিবাবু বললেন!!
ওরে বোকা! মানুষই বিপদে পড়লে মানুষকে ডাকে!!
পাড়াটা টহল দিয়ে আসি! তুই থাক্!!

ওরে বাবা! আমি একা থাকতে পারবো না...
ওফ্! থুতনিটা গেছে!! বেশ চল্!
দীর্ঘক্ষণ পাড়াতে ঘুরেও সেই ডাকের উৎস সন্ধান করা গেল না।
ধ্যাৎ, কিস্যু নেই। এবার বাড়ি ফিরব! চল্!
কিন্তু বাড়ি ফিরতেই...
একী! তালাভাঙ্গা!

নির্ঘাত বাড়িতে চোর ঢুকেছে! সর্বনাশ!
টর্চটা নিভিয়ে দিলুম! এবার হাতেনাতে ধরব!
তুই এখানে থাক্!
সুবুদ্ধি ঘরের ভেতর লাঠি বাগিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল...
বাব্বা! এটা কেরে!? ভাঙা মেঝেটার সামনে দাঁড়িয়ে কী সব বিড়বিড় করছে...
এটাই অঘোর সেনের বাড়ি?? এটাই কি??
আজ্ঞে না! এটা অঘোর সেনের বাড়ি নয়!!
কে তুই?
আমার নাম সুবুদ্ধি! তবে, সত্যি বলতে কি আপনার এভাবে বাড়িতে ঢোকাটা উচিত হয়নি...
গদাম্
চোর-ছ্যাঁচড়েই তো... ওফ্...

ওরে বাবা...
ধুম্মাস
গর্তের মধ্যে পড়ে সুবুদ্ধি সরষেফুল দেখল খানিকক্ষণ...
এদিকে বিশালাকায় আগন্তুক মাটি আর সিমেন্ট ভাঙা ফেলে গর্তটা প্রায় বুজিয়ে ফেলল...
খানিক বাদে সুবুদ্ধি ধাতস্থ হল...
ওঃ হো!! গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে মনে হচ্ছে!!

কার্তিক আড়াল থেকে দেখল একটা মস্ত লোক বাড়ির থামের গায়ে কীসব ঘষে গেল!
খানিক বাদে...
ধ্যুৎ! এই নিয়ে তিন-তিনবার মাটি ধ্বসে পড়ে গেলাম
অঘোরবাবু, অঘোরবাবু.... আপনি কোথায় গেলেন??
!?
আরে!! ওটা কী??
চোরা কুঠুরি নাকি?? দেখতে হচ্ছে!!

চোরাকুঠুরিতে অশরীরী ছাড়া কারো তো থাকা সম্ভব নয়! তবে, এ কার কণ্ঠস্বর???!!
সুবুদ্ধি প্রাণপণে মাটি সরাতে লাগল!!
যা হয় হবে! এমনিতেও তো বেঁচে বেরোতে পারব কিনা জানি না!
টেনে দেখি, যা হয় হবে!
ওফ্ কড়াশুদ্ধু খুলে এল!! মাথাটাও ঠুকে গেল! ঝিমঝিম করছে!
খানিক ইতস্তত করে সুবুদ্ধি কপাল ঠুকে কুঠুরিতে লাফ মারল...
ঘরটা নেহাত ছোটো নয় বলেই মনে হচ্ছে! কিন্তু... নাহ্... আলো না হলে কিস্যু বোঝা যাবে না...
হাতড়াতে হাতড়াতে সুবুদ্ধির হাতে দুটো পাথর ঠেকল....

পাথর দুটো ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল...
ওরে বাবারে বাবা!
সুবুদ্ধি ঘাবড়ে গিয়ে সেট ফেলে দিল!
ঘষলে যখন আলো হয় তখন আরেকবার দেখা যাক...
আরেকবার ঘষতেই আবার আলো জ্বলে উঠল! সুবুদ্ধি চারদিক দেখতে লাগল! এতো এক

আরে, একটা প্রদীপ!!
বোতলে কী? তেল? প্রদীপটা জ্বলবে এটাতে? দেখি...
সুবুদ্ধির আন্দাজ মিথ্যে ছিল না।
বড়ো বড়ো সব কাঠের বাক্স!!
!?
ভাগ্নেবাবু, আপনি কোথায় গেলেন??
খানিক বাদে, একটু ধাতস্থ হবার পর...
মনে হচ্ছে কাঠের বাক্সগুলো থেকে শব্দ আসছে!!
বাক্সের গায়ে লেবেল আটকানো!
ইহা শ্বাস নিয়ামক যন্ত্র। বাক্সটি খুলিবেন না। তাহাতে যন্ত্র বিকল হইবার সম্ভাবনা।

অন্য একটি বাক্সের গায়ে আরেকটি কাগজ আটকানো!

ইহাতে সৎ আবিষ্কৃত অমৃতবিন্দুর সঞ্চার ঘটিতেছে। বৎসরে এক ফোঁটা মাত্র অমৃতবিন্দু দেহে প্রবেশ করিয়া তাহা সজীব রাখিবে। বাক্সটি দয়া করিয়া খুলিবেন না।

এই ব্যক্তির নাম সনাতন বিশ্বাস, অদ্য ১৮৪৫ খ্রিস্ট অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে ইহার বয়স আঠাশ বৎসর হইবেক। সনাতন অতীব দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তাহার অখ্যাতি বিশেষ রকমের প্রবল। আমার গবেষনার জন্য ইহাকেই বাছিয়া লইয়াছি। সনাতনকে নিদ্রাভিভূত করিতে পারিলে গ্রামের মানুষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। সনাতন অবশ্য সহজে ধরা দেয় নাই। কৌশল অবলম্বন ও প্রলোভন প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। যে গভীর নিদ্রায় তাহাকে অভিভূত করা হইয়াছে তাহা সহজে ভাঙিবার নহে। যুগের পর যুগ কাটিয়া যাইবে, তবু নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।

সনাতনের শ্বাসক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের মাত্রা অতিশয় হ্রাস করা হইয়াছে। ফলে তাহার শরীরে শোনিত চলাচল মন্দীভূত হইবে এবং ক্ষয় এক প্রকার হইবেই না। এ ব্যাপারে আমি ছিক সাহেবের পরামর্শ লইয়াছি। অমৃতবিন্দুর সঞ্চার যদি অব্যাহত থাকে, তবে ইহার প্রাণনাশের কোনো আশঙ্কা নেই। ভবিষ্যতের মনুষ্য, যদি সনাতনের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তড়িঘড়ি করিবেন না। বাক্সটির পাশেই ইহা খুলিবার একটি চাবি পাইবেন। বাক্সটি খুব সন্তর্পণে খুলিবেন। সনাতনকে কী অবস্থায় দেখিতে পাইবেন তাহা অনুমানের বিষয়। আমি সে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারব না। তাহার গায়ে একটি সবুজ প্রলেপ মাখানো আছে। মুখে ও নাকে নল দেখিবেন।

সনাতনের শিয়রে একটি শিশিতে তরল পদার্থ রাখা আছে। শত বা অতোধিক বৎসর পরে তাহা হয়ত কঠিন আকার ধারণ করিবে। শিশিটি আগুনের উপর ধরিলেই তাহা তরল্য প্রাপ্ত হইবে। সনাতনকে হাঁ করাইয়া এই শিশি থেকে সামান্য তরল পদার্থ তাহার মুখে ঢালিয়া দিবেন। তৎপর নাকের ও মুখের নল খুলিয়া দিবেন। অনুমান করি, সনাতন অতঃপর চক্ষু মেলিবে।

মহাশয়, সনাতন অতীব দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে পুনরুজ্জীবিত হইয়া কি আকার ও প্রকার ধারণ করিবে তাহা আমার অনুমানের অতীত। তবে, তাহাকে যে সকল প্রলোভন দেখাইয়াছি তাহার ফলে সে যে আমার অনুসন্ধান করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমি তখন পরলোকে। সনাতনের বাহানা আপনাদেরই সামলাইতে হইবে।

আমি শ্রী অঘোর সেন সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এই বিবরণ দাখিল করিলাম।

ক্রমশ...
অঘোর সেনের লেখা অনুযায়ী এই ওষুধেই ওঁর ঘুম ভাঙবে!! দেখা যাক!
অঘোরবাবু আপনি কোথায়?? অঘোরবাবু....
অঘোর সেনের লেখা অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করতেই সনাতন বিশ্বাস চোখ মেলল! সুবুদ্ধিকে দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠে বসল...
ওর মুখের নলটা নিশ্চয় ওপর পর্যন্ত গেছে। তাই ওর ডাক আমি আর কার্তিক শুনেছিলাম।
ওরে বাবা, ভূত নাকি?? গাম্, গাম্, গাম্!!
অনেক বছর ঘুমিয়ে লোকটার সব গুলিয়ে গেছে!
আজ্ঞে গাম্ নয় রাম হবে!!
হ্যাঁ, তাই তো.... ওহ্ একী??

একী! জামাটা ছিঁড়ে গেল!!
দেড়শো বছরের পুরোনো জামা তো! পচে গেছে!
কি? দেড়শো বছরের পুরোনো জামা?? মশকরা হচ্ছে আমার সঙ্গে??
গেল হাটবারে দু-আনা দিয়ে কিনলুম জামাখানা, বুঝেছো??
আজ্ঞে দু'আনা?? সেকি? দু'আনা তো বাজার থেকে উঠে গেছে!!
চোপ অঘোরবাবুকে ডাক্ শিগগির...
আজ্ঞে, অঘোর সেনও বহুকাল হল মারা গেছেন!!
মারা গেছে!!?? না আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবার ভয়ে পালিয়েছে!!
সকালবেলা বলল ওর কথামতো ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে পাঁচ হাজার টাকা দেবে...
সেই কোন্ সকালে ঘুমিয়েছি... ওফ্, আচ্ছা এখন রাত হয়ে গেছে... না??

হ্যাঁ, এখন রাত্তির! তবে, মাঝখানে দেড়শো বছর চলে গেছে!
কীসের দেড়শো বছর রে পাজি? দাঁড়া, এখান থেকে আগে বেরোই...
ওরে বাবা একী!! গায়ে কোনো জোর পাচ্ছি না!!
অনেকক্ষণ চেষ্টায় সনাতন বিশ্বাস উঠে দাঁড়াল...
দেড়শো বছর চান করেনি! গায়ে কী বিচ্ছিরি গন্ধরে বাবা...
অঘোর বাবুকে খবর দাও! এক্ষুনি...
অঘোর সেনের খপ্পরে পড়লেন কী করে?
কী করে আবার! টাকার জন্যে!! পাগলা বিজ্ঞানীটা বলল কী একটা ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে পাঁচ হাজার টাকা দেবে!!
চৌধুরীদের লম্বা-চওড়া কথা এবার একটু কমবে! কী বল!
তাহলে জলার ধারের জমিটা কিনতে পারব! তখন আমার সম্পত্তি চৌধুরী জমিদারের সমান সমান হবে।
আজ্ঞে, সেই জলাও নেই, আর জমিদারও নেই!!
মানে?? কী হেঁয়ালি করছিসরে??

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে! আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো! হিক সাহেব বলে কাউকে চেনেন??
বিলক্ষণ চিনি! বিশাল চেহারা তার!
সে যখন আসত তখন উড়ন্ত ঢাকনার মতো কী একটা নন্দপুরের পেছনের জঙ্গলে নামত।
তাহলে ওই মস্ত বড়ো চেহারার লোকটার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে!?
চলুন। ওপরে ওঠা যাক! আমার ভাগ্যেটা একা রয়েছে!
অনেক কসরত করে যখন সুবুদ্ধি সনাতনবাবুকে নিয়ে পাতালঘর থেকে বেরোল তখন রাত কেটে গেছে...
উত্তেজিত হবেন না! বারান্দায় খোলা হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নিন!
একী! বাড়িটার এমন হতশ্রী দশা হল কী করে??
মুখ-হাত ধুয়ে সনাতন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন...
ওরে বাবা! ওটা কী?
ওটা কী!! গাড়ি???
অঘোরবাবুর তৈরি করা জিনিস বলে মনে হচ্ছে...
চারিদিক কীরকম বদলে গেছে!!
ওটাকে বলে স্কুটার!! ভারী নতুন মনে হচ্ছে!!!

কী হয়েছে?? কে নতুন??
তুমি, তুমি! তোমার কথা বলছি!! স্কুটার দেখে ভিরমি খাচ্ছ, আমায় ড্যাবড্যাবিয়ে দেখছো— তাই বলছি!!
কী বিরক্তিকর!! মনে হচ্ছে অঘোর সেনের বাড়িটাকে এনে অচেনা জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে!
এ পাড়ায় আমাদের সাতপুরুষের বাস!! উলটে আপনাকেই তো আগে কখনও দেখিনি!!
হাহা - হিহি - হাহা - হিহি
অঘোর সেনটা আবার কে? সুবুদ্ধি এই গাঁজাখোরটাকে কোত্থেকে জোটাল?
!?
ওরে হতভাগা আমি হলাম পুবপাড়ার বিখ্যাত অপয়া সনাতন বিশ্বাস... বুঝলি?
ওতো আমার এক পূর্বপুরুষের নাম! হে হে হো হো
কিন্তু হে হে হে হো হো হো...

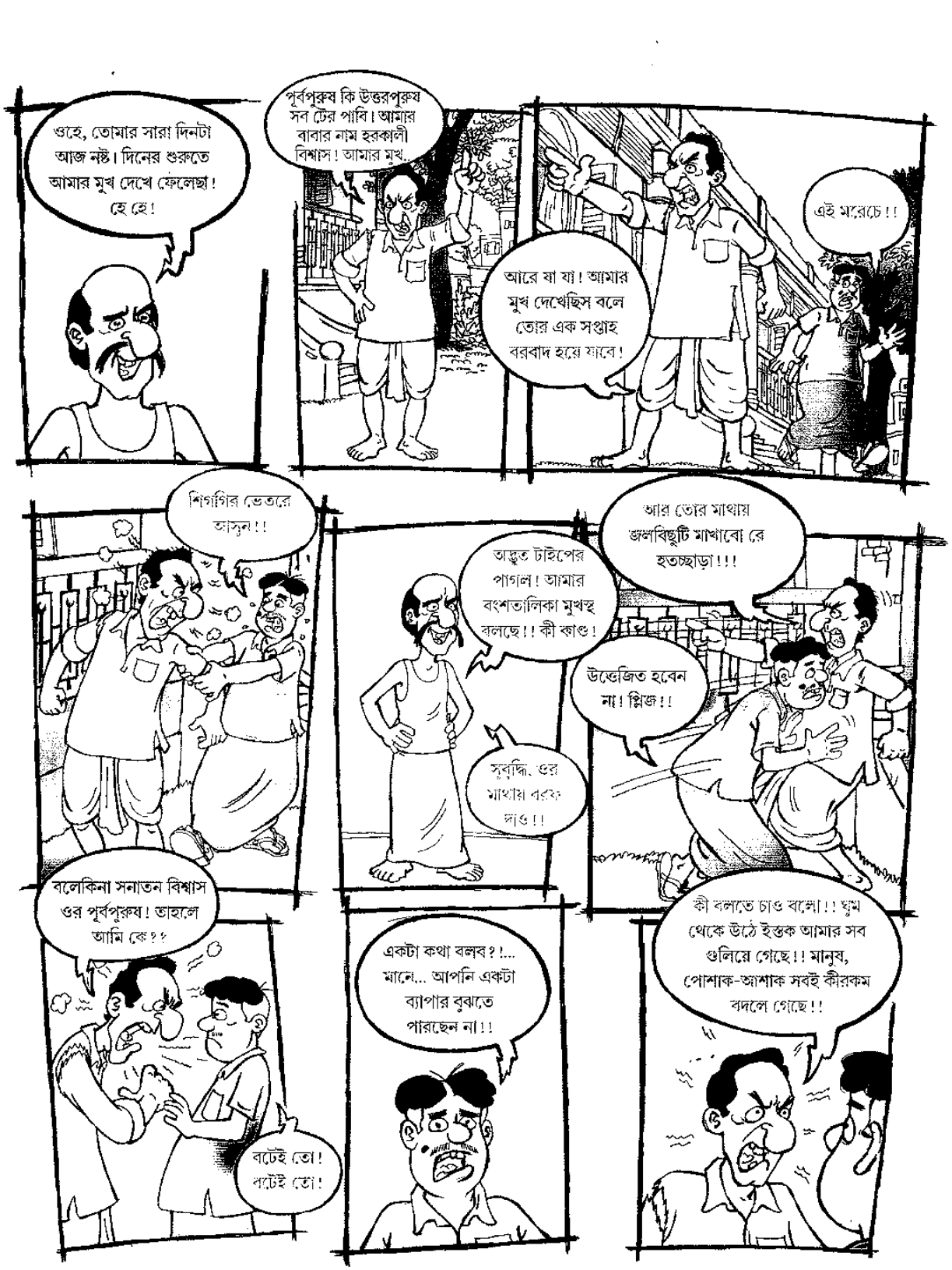
ওহে, তোমার সারা দিনটা আজ নষ্ট। দিনের শুরুতে আমার মুখ দেখে ফেলেছো! হে হে!
পূর্বপুরুষ কি উত্তরপুরুষ সব টের পাবি। আমার বাবার নাম হরকালী বিশ্বাস! আমার মুখ..
আরে যা যা! আমার মুখ দেখেছিস বলে তোর এক সপ্তাহ বরবাদ হয়ে যাবে!
এই মরেচে!!
শিগগির ভেতরে আসুন!!
অদ্ভুত টাইপের পাগল! আমার বংশতালিকা মুখস্থ বলছে!! কী কাণ্ড!
সুবুদ্ধি, ওর মাথায় বরফ দাও!!
আর তোর মাথায় জলবিছুটি মাখাবো রে হতচ্ছাড়া!!!
উত্তেজিত হবেন না! প্লিজ!!
বলেকিনা সনাতন বিশ্বাস ওর পূর্বপুরুষ! তাহলে আমি কে??
বটেই তো! বটেই তো!
একটা কথা বলব?!... মানে... আপনি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন না!!
কী বলতে চাও বলো!! ঘুম থেকে উঠে ইস্তক আমার সব গুলিয়ে গেছে!! মানুষ, পোশাক-আশাক সবই কীরকম বদলে গেছে!!

খানিক বাদে সুবুদ্ধি সনাতন বিশ্বাসকে তাঁর দেড়শো বছরের টানা ঘুমের কথা বিস্তারিতভাবে জানাল। শুনে তাঁর মুখটা এমন হাঁ হল যে আস্ত বেড়াল ঢুকে যাবে।
ছেলে, বউ, বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা কেউই আর বেঁচে নেই শুনে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন তিনি.....
কোথায় চলে গেল সব! হায় হায়!
আজ্ঞে, সব বুড়ো বয়েসেই গেছেন! কাঁদবেন না প্লিজ। আর অভয় দেন তো একটা কথা বলি!!
অপয়া গোবিন্দ বিশ্বাস আপনারই বংশধর! কথা শুনে বুঝলেন না??
তাই নাকি! জানো তো ছোঁড়াটাকে! আহা! কত শাপ-শাপান্তই করলাম রাগের মাথায়!!
ডেকে আনছি!! কিন্তু... মানে... অপয়া...
শোনো, পরপর দুটো অপয়ার মুখ দেখলে দোষ কেটে যায়! আমি ওর চেয়ে অনেক বড়ো অপয়া...
লোকটা বলে কী!! সনাতন বিশ্বাস আমার পূর্বপুরুষ। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি উনি এত খারাপ ধরনের অপয়া ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত খুন হয়ে যান!
লাশটা অবধি পাওয়া যায়নি! সেসব ইংরেজ আমলের কথা!!
সুবুদ্ধির কাছে সব শুনে গোবিন্দ বিশ্বাস দৌড়ে এল দেখা করতে। সনাতন বিশ্বাস তাঁর বংশধরকে দেখে এবার গদগদ হয়ে বুকে টেনে নিলেন।
আপনি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদা!
আহা! মুখখানা একদম আমার ছোটোছেলের মতো!

খানিক বাদে...
যত শুনছি ততই অবাক হচ্ছি! সাহেবরা চলে গেছে, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে কবে অথচ, আমি ঘুমোচ্ছিলাম!!
দেড়শো বছর ঘুমিয়ে আপনি আমাদের জাতির গর্ব! অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো!
রবীন্দ্রনাথ!?? সেটা আবার কে??
ভাবছি, আমিও সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে চলে যাব! না হ'লে তোর পসার নষ্ট হয়ে যাবে!! কারণ, দু'টো অপয়ার মুখ দেখলে দোষ কেটে যায়।
ওহো! আপনি তো ঘুমোতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে! আর উঠলেন উনি মারা যাবার অনেক পরে!!
দরজা খুলে ঢুকলেন সমাজ মিত্তির আর দ্বিজপদ...
না না, কোথাও যাওয়া হবে না!
সুবুদ্ধির কাছে সব শুনেছি!!
শুনুন, একটা কথা বলা হয়নি! একটা অতিকায় দানব টাইপের লোক অঘোর সেনের বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে! আর লোকজনকে ধরে ধরে বেদম পেটাচ্ছে!
জানি তো! আমাকে তো ঐ লোকটাই ছুঁড়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল!
এমন সময় ভূতনাথ নন্দীর প্রবেশ....
আরে, ওই তো ভূতনাথবাবু এসে গেছেন!
ভূতনাথ এই ব্যাপারেই গবেষণা করছে। দানবটা কাল রাতে ওকেও পিটিয়েছে!
ফিরিঙ্গিদের মতো পোশাক পরেছে! ছিঃ!
১৮৬০ সাল নাগাদ একটা বিদেশী জার্নালে অঘোর সেন সম্পর্কে আর্টিকেল বেরিয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, নন্দপুরে অত্যাশ্চর্য উপায়ে একজনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে! সেই আর্টিকেলটা রিপ্রিন্ট হয়েছে। সেটা পড়েই আমি নন্দপুরে আসি।
ভূত গবেষণার নাম করে পুরোনো বাড়ি-গুলোতে অনুসন্ধান করছিলাম।

অঘোর সেন বিয়ে করেননি! তাই তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িটাও অন্য লোকের হাতে চলে যায়!
এখন, অঘোরসেনের এই অত্যাশ্চর্য গবেষণা পৃথিবীতে হৈচৈ ফেলে দেবে। তাই বিভিন্ন লোক এর খোঁজ শুরু করেছে! কালকের ঐ লোকটা...
মামা কালকে একটা লোক আমাদের বাড়ির থামের গায়ে কী সব আঁকিবুকি কাটছিল! রাতে সেটা জ্বলজ্বল করছিল। দিনের বেলা কিন্তু কিচ্ছু বোঝাযাচ্ছে না!
সেটা আগে বলোনি কেন?? তার মানে রাত্রে লোকটা আবার আসবে। চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে!!
এবং সে ওই গবেষণাগারের সন্ধানেই আসবে!
ওর গায়ে যা জোর, আমরা পেরে উঠব না। পাহারা বসাতে হবে।
ল্যাবরেটরির কথা কাউকে এক্ষুনি জানানো যাবে না। সবাই দেখতে চাইবে। বিরক্তিকর একটা ভিড় হবে। অন্য কিছু বলতে হবে...
রাতে ডাকাত পড়তে পারে এই বলে অঘোর সেনের বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হল।
ফোঁররররর ফোঁর-র-র-র
হ্যাল্লো, বন্দুকের গুলি গুলো থানায় ফেলে এসেছি!!
আচ্ছা, আজ রাত্তিরটা আমি নিজে পাতালঘরটায় থাকব! দেখা যাক।
বেশ তো! চলুন!
ভূতনাথ নন্দী অঘোর সেনের ল্যাবরেটরিতে পায়চারি করছে, এমন সময় পেছনে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর...
বলি হচ্ছেটা কী? ওই অপদার্থ পুলিশ আর গাঁয়ের লোক ওকে আটকাতে পারবে?? ও একাই তোমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলতে পারে!
কাকে আটকানো যাবে না??
কাকে আবার? যার হাতে সেদিন ধোলাই খেলে!! এর মধ্যে ভুলে গেলে? ও হল হিক সাহেবের ছেলে ভিক। হিক সাহেবের সঙ্গে আমার চুক্তিই ছিল যে গবেষণা শেষ হলে অর্থাৎ সনাতনের ঘুম ভাঙলে সনাতনকে আর যন্ত্রগুলোকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাই নিতে এসেছে। ওরা সপ্তর্ষির মণ্ডলের বাসিন্দা। ওদের থানার হাবিলদার দিয়ে ঠ্যাকানো যাবে না!!

আপনার সঙ্গে চুক্তি হয়ে ছিল?? মানে... আপনি অঘোর সেনের ভূ... ভূ... ভূ...
ধ্যাততেরিকা! ভূত ভূত করে হেদিয়ে মোলো!!
ভিতুর ডিম! আবার সায়েনটিস্ট হয়েছে!! যত্তসব!
ভিককে যদি জব্দ করতে চাও তাহলে সনাতনকে পাতালঘরের সামনেটায় বসিয়ে রাখবে। কারণ, ও হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অপয়া! বুঝেছ!!
সেই মতো ব্যবস্থা হল...
পাতালঘরে আর নয়! ওরে বাবা, আবার যদি ঘুমিয়ে পড়ি!!
কাতুকুতু দিয়ে তুলে দেব! প্লিজ আসুন!
পাতালঘরের মধ্যে দরজার দিকে মুখ করে গাঁটি হয়ে বসল সনাতন...
শেষ রাতে ভিক উপস্থিত হল। প্রথমেই সনাতন দর্শন এবং তার পরেই তার হাঁটুর তলার হাড়টা বিশ্রীভাবে ভেঙে গেল লাফিয়ে নামতে গিয়ে....
সাবসি! সাবসি!
ভিনগ্রহী লোকের হাঁটু বলে কথা। ভাঙবে তবু মচকাবে না। তাই ভাঙা হাঁটু নিয়েই ভিক এগোচ্ছিল! কিন্তু...
ওঁক!!
মাথায় চাঙড় পড়েছে!!
মাথায় চোট পেয়ে সেই যে ভিক বাবাজি পিঠটান দিল, আর কোনোদিন এধার মাড়ায়নি! অঘোর সেনের নষ্ট হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। আর সনাতন বিশ্বাস? তিনি তাঁর নাতির পুতির নাতির সঙ্গে দিব্যি আছেন।

শেষ।